দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAY 25 1999
পৃষ্ঠা 2 কলাম 8

297

শিক্ষা উন্নয়নে পাবলিক পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণসহ ১৫ দফা সুপারিশ করেছে শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন

স্টাফ রিপোর্টার ঃ বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন শিক্ষার উন্নয়নের জন্য পাবলিক পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণসহ ১৫ দফা সুপারিশ করেছে।

অন্যান্য সুপারিশের মধ্যে রয়েছে, সরকারী শিক্ষকদের মতো বেসরকারী স্কুল কলেজের শিক্ষকদের উৎসব, আবাসিক ভাতা প্রদান করা, শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে 'পাবলিক সার্ভিস কমিশন' গঠন করা, বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের আওতায় অবসর গ্রহণকারী ও মৃত্যুবরণকারী শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাপ্য অর্থ পরিশোধের ব্যবস্থা করা।

এছাড়াও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য পৃথক অধিদফতর সৃষ্টি, রাজস্ব ও উন্নয়ন উভয় খাতে শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বরাদ্দ করার সুপারিশ রেখেছে।

সোমবার জাতীয় প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলন ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ এই সকল সুপারিশ পেশ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, দেশে সরকারী উদ্যোগে কোন জুনিয়র স্কুল নেই, তিন হাজার দুইটি জুনিয়র স্কুলের সবই বেসরকারী। অথচ বেসরকারী শিক্ষা খাতে বরাদ্দ সরকারী শিক্ষা খাতের তুলনায় অনেক কম। এই বৈষম্য অবসানে সরকারকে এগিয়ে আসা উচিত।

শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা তুলে ধরে মহাসচিব উল্লেখ করেন, বেসরকারী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী জমির উদ্দিন সরকারের আমলে তৈরি ও জারিকৃত কুখ্যাত জনবল কাঠামোর কারণে বেসরকারী স্কুল কলেজে চরম অচলাবস্থা ও মারাত্মক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি এই সকল কাঠামো সংশোধন বা বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন।

সংবাদ সম্মেলনে ১৯৯২-৯৪ সালে বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষক সংগ্রাম লিয়াজোঁ কমিটি প্রদত্ত অবাস্তবায়িত সুপারিশ বাস্তবায়ন করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

পরীক্ষায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শিক্ষামন্ত্রীর পুরস্কার ও তিরস্কারের নীতির সাথে ফেডারেশনের একাত্মতা ঘোষণা করে বলা হয়, যে সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ভাল কাজ করবে সেই শিক্ষামন্ত্রীর অবশ্যই প্রশংসা করব।

সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করা হয়, বর্তমান পাবলিক পরীক্ষা বিকেন্দ্রীকরণ করা প্রয়োজন। সারা দেশে ২০টি জোনে ভাগ করে পৃথক পৃথক প্রশ্ন হলে পরীক্ষার মান যেমন ভাল হবে, তেমনি নকলের প্রবণতা একেবারে কমে যাবে।

সংবাদ সম্মেলনে ফেডারেশনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মোঃ সেলিম ভুঁইয়া, আলী আকবর খান (ডলার), আসাদুল হক, আজিজুল ইসলাম, আবদুর রব মিয়া, আবু সুফিয়ান, আজিজুল হক প্রমুখ।